তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণায় বেসরকারি গবেষণা অনুদান

ড. মো: সাইদুর রহমান

গত ২৬ জুন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিভাগের 'বাংলাদেশ-কোরিয়া ইনফরমেশন অ্যাক্সেস সেন্টার'-এ অনুষ্ঠিত হলো 'CodeCrafters Investortools Research Grant for CSE BUET'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আমেরিকার নাগরিক Ellis Miller প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি CodeCrafters International Ltd. ও তার আমেরিকার সহযোগী কোম্পানি Investortools Inc. যৌথভাবে এই গবেষণা অনুদান চালু করে। এর আওতায় বুয়েটের সিএসই বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা প্রবন্ধ বিদেশের খ্যাতনামা সম্মেলন ও কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য ভ্রমণ সহায়তা ও পূর্ণকালীন স্নাতকোত্তর ছাত্রদের স্কলারশিপ দেয়া হবে এবং প্রয়োজনে গবেষণা প্রকল্পের জন্য থোক বরাদ্দ দেয়া হবে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুধু ভ্রমণ সহায়তা দেয়া হবে এবং ভবিষ্যতে অন্যগুলো বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়। গবেষণা অনুদানের বিস্তারিত www.codecraftersintl.com/researchgrant.html-এ পাওয়া যাবে। বুয়েটের সিএসই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. এএসএম লতিফুল হকের সভাপতিত্বে এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোডক্র্যাফটারসের ডিরেক্টর এলিস মিলার, ইনভেস্টরটুলসের সিনিয়র সফটওয়্যার প্রকৌশলী জুয়েল ইওয়াশিগি এবং কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ সিএসই বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরেন। এই গবেষণা অনুদান চালুর জন্য ইনভেস্টরটুলসের হেড অব ডেভেলপমেন্ট ড্যাস ড্যানিয়েলস প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

অনুষ্ঠানে বাঁ থেকে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক ড. মো: সাইদুর রহমান, অধ্যাপক ড. এএসএম লতিফুল হক, এলিস মিলার, জুয়েল ইওয়াশিগি এবং এম. এ. হক অনু

জানামতে, বেসরকারি পর্যায়ে এই ধরনের গবেষণা অনুদান কার্যক্রম বাংলাদেশে এটাই প্রথম এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণার মানদণ্ডে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, যা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং থেকে সহজেই অনুমেয়। গবেষণায় পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণের মধ্যে গবেষণা অনুদানের অপ্রতুলতা অন্যতম। সরকারি পর্যায়ে যে সীমিত অনুদান দেয়া হয়, তা মূলত গবেষণার অবকাঠামো তৈরিতে ব্যয় করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেই অবকাঠামো ব্যবহার করে পরবর্তী পর্যায়ে ফলপ্রসূ গবেষণা করা হয়েছে এমন নজির খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণায় উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় প্রণোদনার অভাব এর অন্যতম একটি কারণ। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অভিভাবকদের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু স্নাতকোত্তর পর্যায়ের একজন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের ওপর নির্ভরশীল হওয়া চলে না। ফলে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন হয়ে দাঁড়ায়। আর খণ্ডকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গবেষণায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পূর্ণকালীন গবেষক হিসেবে গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা। যুগোপযোগী গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপে অংশ নেয়া খুবই প্রয়োজনীয়, যেখানে একজন গবেষক তার গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খ্যাতনামা গবেষকদের সাথে তার গবেষণার বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ পান। কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশ নেয়ার জন্য আর্থিক অনুদান নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির গবেষকদের এই অসুবিধা অনুধাবন করে কোডক্র্যাফটার্সইনভেস্টরটুলস রিসার্চ গ্রান্ট চালু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ।

উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও প্রচুর গবেষণা অনুদান দিয়ে থাকে। গবেষণা সহায়ক অনুদান দিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর এ প্রচলন বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না। খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অনেক Sponsor চোখে পড়ে, কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় স্পন্সর পাওয়া খুবই দুষ্কর। Therap Services, Vizrt-এর মতো হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গত কয়েক বছর যাবত তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে স্পন্সর করে আসছে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। CodeCrafters International Ltd., Therap Services, Vizrt-এর মতো অন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণাকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসবে বলে আশা করি।

ফিডব্যাক : dmsrahman@gmail.com